ইকুইটিবিডি অবস্থানপত্র, জুন, ২০২১ ----- (খসড়া)

বাজেট ২০২১–২২ পর্যালোচনা

পুঁজি পাচার বনাম আর্থিক খাতের ভূমিকা

অর্থ পাচার রোধ ব্যাংক ব্যবস্থার সুশাসন জরুরী

ক. আভ্যন্তরিন রাজস্ব আদায়, বাজেট ঘাটতি ও করোনা প্রভাব

মহামারী করোনাভাইরাসের কারনে শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনীতি আজ বিপর্যস্থ, যার ক্ষত শুকাতে এক দশকও লেগে যেতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এরকম পারিস্থিতিতে সরকার আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য ৬ লাখ ০৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকার বাজেট ঘোষনা করেছে, যা চলতি ২০২০-২১ বছরের সংশোধিত বাজেটের ১২% বেশি। রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৮৯ হাজার কোটি টাকা যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১১% বেশি এবং মোট বাজটের ৬৪%। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু করোনার ধাক্কায় লক্ষ্যমাত্রা ২৯,০০০ কোটি টাকা কমানো হয় এবং এর এপ্রিল'২১ শেষে রাজস্ব আহরণে ঘাটতি রয়েছে ৪০,৫৩৫ কোটি টাকা।

বাজেট ঘাটতি রয়েছে প্রায় ২,১৪,৬৮১ কোটি টাকা যা মোট প্রস্তাবিত বাজেটের ৩৫% বা এক তৃতিয়াংশেরও বেশি এবং জিডিপির ৬%। এই ঘাটতি মোকাবেলার জন্য সরকারকে রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি ব্যাপকভাবে বৈদেশিক ও আভ্যন্তরিন ঋনের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। বাজেটে মোট উন্নয়ন ব্যয় (এডিবি) ধরা হয়েছে ২,২৫,৩২৪কোটি টাকা এবং সরকারি পরিচালন ব্যয় ধরা হয়েছে ৩,২৮,৮৪০কোটি টাকা, যা মোট এডিবি ব্যয়ের বরাদ্ধ হতে ৪৬% বেশি এবং প্রস্তাবিত পরিচালন ব্যয় (৩,৬১,৫০০ কোটি) বাজেটের ৯০%। একদিকে মহামারী করোনাভাইরাসের কারনে কাঙ্খিত রাজস্ব আদায় না হওয়াতে ব্যাপক হারে ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। অন্যদিকে ফি-বছর পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, সরকারের উচিত সরকারি পরিচালন ব্যয় পুন:পর্যলোচনা করে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করে কিছুটা হলেও রাজস্ব ঘাটতি মোকাবেলা করা।

খ. বাড়ছে ঋণ গ্রহনের হার ও মাথাপিছু ঋণ:

নতুন বছরে ব্যাংক ঋনের পরিমান ২ লাখ ১৪ হাজার ৬৮০ কোটি টাকা যা চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের চেয়ে ১৩% বেশি এবং প্রস্তাবিত বাজেটের ৩৭%। এই ব্যাংক ঋণের মধ্যে অভ্যন্তরিন ঋণ হচ্ছে ১,১৩,৪৫৩ কোটি টাকা যা মোট ঋণের ৫৩%। প্রতি বছর গড়ে (৩বছর হিসেবে) প্রায় ৬৩,৫০০ কোটি টাকা অভ্যন্তরিন (৫৮,১০০কোটি) ও বৈদেশিক (৫,৪০০কোটি) ঋনের সুদ পরিশোধ করতে হয়। সরকারকে নতুন বছরে মোট ৬৮,৫৮৯ কোটি টাকা সুদ পরিশোধ করতে হবে যা মোট বাজেটের প্রায় ১১% এবং প্রাক্কলিত ঋণের ৩৩%। দেশের ৯৮ ভাগ মানুষ এ ঋণ না নিলেও এ ঋণের দায়ভার এদেরকেই বহন কতে হবে।

গ. বাজেটে অপ্রদর্শিত আয়ের বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই ?

গত মাসে অর্থমন্ত্রী কালো টাকা সাদা করার বিষয়টি অব্যাহত থাকবে বলে ঘোষনা দিলেও বাজেট বক্তিতায় তিনি দেশবাসীকে তা অবহিত করেননি। পূর্বে যা ছিল তা হলো, বিনা প্রশ্নে কেবল ১০% হারে কর দিয়ে জমি, ভবন ও অ্যাপার্টমেন্টের পাশাপাশি নগদ অর্থ, ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ, সঞ্চয়পত্র, বন্ড ও পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের মাধ্যমে অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ করার সুবিধা পাবে। ফলে সৎ করদাতাগন কর প্রদানে নিরুৎসাহিত হবেন, কারণ সাধারণ করদাতাদের জন্য করহার ২৫ শতাংশ। অন্যদিকে যারা কর ফাঁকি দিচ্ছেন, তাদের জন্য ১০ শতাংশ কর দিয়ে বৈধ করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। এটি এক ধরনের বৈষম্য।

অতীতে কালো টাকা খুব কমই সাদা হয়েছে। স্বাধীনতার পর হতে গত মার্চ'২১ পর্যন্ত মোট ৩০,৮২৪ কোটি টাকা সাদা করা হয়েছে যা হতে প্রায় ৩,৯০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়। এটি প্রস্তাবিত রাজস্ব আদায়ের ১% এবং গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৮০কোটি টাকা যা বাজটের তুলনায় খুবই নগন্য। সরকার কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বার বার না দিয়ে যদি সময় নির্দিষ্ট করে দিত তাহলে দূর্নীতিবাজরা আর দূর্নীতি কারার সাহস পেতনা।

ঘ. অর্থ পাচার রোধ আমরা কতটুকু বন্ধ করতে পেরেছি ?

Global Financial Integrity (GFI) এর মার্চ ২০২০ এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০৮ থেকে ২০১৫- এই সাত বছরে আমদানি-রপ্তানির সময়ে পণ্যের প্রকৃত মূল্য গোপন, বিল কারচুপি, ঘুষ, দুর্নীতি, আয়কর গোপন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হয়েছে ৪,৪৮,২৫৬ কোটি টাকা- অর্থাৎ প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৬৪,০০০ কোটি টাকা। উক্ত টাকা ২টি পদ্মা সেতু বা ২টি মেট্রোরেল করা সম্ভব। দুদক এর মতে বিদেশে পাচার করা অর্থের ৮০ শতাংশই হয়ে থাকে আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের আড়ালে। *[যুগান্তর: ০৪/০৩/২০২০]*।

সাল/বছর	পাচারকৃত অর্থ
২০০৮	৫২৮ কোটি ডলার
২০০৯	৪৯০ কোটি ডলার
২০১০	৭০৯ কোটি ডলার
২০১১	৮০০ কোটি ডলার
২০১২	৭১২ কোটি ডলার
২০১৩	৮৮২ কোটি ডলার
২০১৫	১,১৫১ কোটি ৩০ লাখ ডলার

জিএফআই-কে ২০১৪, ২০১৬ ও ২০১৭ সালের তথ্য-উপাত্ত দেওয়া

সম্প্রতি ডিজিটাল কারেন্সি ব্যবহার করে অর্থ পাচারের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে স্ট্রিমকার নামে একটি বিশেষ অ্যাপ। মানুষকে বিশেষ পদ্ধতিতে আকৃষ্ট করে লাইভে এনে পাতা হয় ফাঁদ এবং এই ফাঁদের মাধ্যমে স্ট্রিমকার অ্যাডমিনরা হাতিয়ে নেন শত কোটি টাকা। পরে তা পাচার করা হয় বিভিন্ন দেশে। [বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২০/০৫/২০২১]

এছাড়া বিভিন্ন ব্যবসায়ি, রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যাংকের পরিচালক সহ বিভিন্ন কর্মকর্তাগন বিভিন্নপ্রভাব ও কৌশল খাটিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা অবৈধ পন্থায় সর্গরাজ্য নামে পরিচিত বিভিন্ন দেশে পাচার করেছে; যেমন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, মালয়েমিয়া, সুইজারল্যান্ড, আরব আমিরাত ইত্যাদি।

ঙ. অপ্রদর্শিত অর্থনীতি অভ্যন্তরিন সম্পদ সংগ্রহে বড় বাধা

বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনার অন্যতম দুর্বল ভিত্তি হচ্ছে অপ্রদর্শিত অর্থনীতি বা কালো টাকা যার সম্ভাব্য পরিমাণ জিডিপি'র ৪৮% হতে ৮৪% পর্যন্ত এবং এ গড় হিসেবে (৬৫%) চলতি অর্থবছরে সম্ভাব্য কালো অর্থনীতির (সংশোধিত জিডিপি হিসেবে) পরিমাণ ২০লাখ কোটি টাকারও বেশি এবং যা চলতি অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটের প্রায় ৪গুন। ব্যয় মেটানো, কাম্য রাজস্ব আদায় ও

ঋণের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য সরকারকে অর্থপাচার বন্ধ ও কালো টাকা আদায়ে তৎপর হতে হবে।

চ. আর্থিক খাতের সুশাসনের অভাব ও ব্যাংকিং সেক্টরে অস্থিরতা, ঋণ খেলাপী তৈরি ও বিনিয়োগ সংকট তৈরি করে

আর্থিক খাতে চলছে চরম অরাজকতা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ডিসেম্বর'২০ শেষে ব্যাংক খাতে ঋণ ছিল ১১ লাখ ৫৮ হাজার ৭৭৫ কোটি টাকা এবং এর মধ্যে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৮৮,৭৩৪ কোটি টাকা যার মধ্যে ৪২,২৯২ কোটি টাকা রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর। ২০১১ সালে খেলাপী ছিল ২২,৬৪৪ কোটি টাকা এবং যা ডিসেম্বর'২০ **শেষে ২৯২% বৃদ্ধি পেয়েছে যার পরিমান ৬৬,০৯০ কোটি টাকা।**

ব্যাংকিং খাতের অনিয়ম-দুর্নীতি:

টিআইবির প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে এক দশকের প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৯,৫০০ কোটি টাকা ঋণ খেলাপি হয়েছে। দেশের ৭জন শীর্ষ গ্রহীতা ঋণ খেলাপি হলে ৩৫টি ব্যাংক এবং ১০ জন খেলাপি হলে ৩৭টি ব্যাংক মূলধন সংকটে পড়বে। এরজন্য সিন্ডিকেট, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, ব্যবসায়িক প্রভাব এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি কাজে অনিয়ম-দুর্নীতিকে অন্যতম কারণ। গত মে ২০১৯ মাসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, খেলাপি ঋণের মাত্র ২% ফেরত দিয়ে ১০বছরের জন্য ঋণ পুন:তফসিলীকরণের সুযোগ দেয়। এরপর খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দেখানো হয় এবং এ ধরণের পদক্ষেপ ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপি হওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে। টোকেন অর্থ ফেরত দিয়ে নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে বৈধ হওয়ারও সুযোগ দেয়া হয়। এর ফলে ব্যাংকিং সেক্টরে অস্থিরতা সৃষ্টি সহ কাঙ্খিত বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে মোট ১০.১০ কোটি ডলার শ্রীলঙ্কা ও ফিলিপাইনে পাচার করা হয়েছিল এখন পর্যন্ত জড়িতদের বিরুদ্ধে কোন দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেই।

ব্যাংক ব্যবস্থার অরাজকতার জন্য ব্যাংকের পরিচালকরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়ী। বর্তমানে বেসরকারি ব্যাংকে একই পরিবার থেকে ৪জন পরিচালক থাকতে পারবে যা পূর্বে ২জন ছিল এবং ১জন ব্যক্তি টানা ৩ মেয়াদে ৯ বছর পরিচালক হিসেবে থাকতে পারবে যা পূর্বে ৩ বছর করে পর পর ২মেয়াদে ৬ বছর পরিচালক থাকতে পারতো। নতুন নিয়মে ৩ বছর বিরতি দিয়ে আবারও ৯ বছর পরিচালক হবার বিধান রয়েছে। এর ফলে ব্যাংকগুলোতে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সুশাসনের চরম ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

যে প্রক্রিয়ায় বিপুল অর্থের মালিক হয়েছেন,

১) ব্যাংকঋণের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ; ২) বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর পুঁজি লুণ্ঠন; ৩) সরকারের অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পগুলোর ব্যয় অযৌক্তিভাবে অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে পুঁজি লুণ্ঠন; ৪) অস্বাভাবিকভাবে প্রকল্প বিলম্বিতকরণের মাধ্যমে পুঁজি লুণ্ঠন; ৫) ব্যাংকের মালিকানার লাইসেন্স বাগানো এবং ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংকঋণ লুণ্ঠন; ৬) শেয়ারবাজার কারচুপি ও জালিয়াতির মাধ্যমে পুঁজি লুণ্ঠন; ৭) একচেটিয়ামূলক বিক্রেতার বাজারে যোগসাজশ ও দাম নিয়ন্ত্রণ; ৮) ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাংকঋণ খেলাপী ও বিদেশে পুঁজি পাচার; ৯) একের পর এক অযৌক্তিক মেগা প্রকল্প থেকে রাজনৈতিক মার্জিন আহরণ; এবং ১০) রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

ছ. আমাদের প্রস্তাবনা

১. ব্যাংক লুট, অর্থপাচার, দুর্নীতি ও চোরাচালান রোধে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকার প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র সকল পর্যায়ে প্রয়োগ করতে হবে।

২. দুদক ও এনবিআর-এ দক্ষ জনবল তৈরি, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালীভাবে কাজ কার করার সুযোগ দিতে হবে। ডিজিটাল বা অটোমেশন পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায় করতে হবে।

৩. আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রনে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে হবে। ব্যাংক গুলোকে পরিবারতন্ত্র মুক্ত করতে হবে এবং এক পরিবার থেকে একজন পরিচালক রাখার দাবি জানাই। ব্যাংকগুলোকে বাঁচাতে শক্তিশালী, নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত ব্যাংক সংস্কার কমিশন চাই।

৪. বহুজাতিক কোম্পানি গুলো যাতে প্রকৃত আয় গোপন করতে না পাওে তার জন্য বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে এবং এদের অডিট রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।

৫. বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) এর সঙ্গে অন্য দেশের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের চুক্তিও আছে, তাই কারা কত টাকা পাচার করল তার বের করে এর শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।

৬. বিভিন্ন দেশের সাথে তথ্য আদান প্রদান ও ব্যাংক লেনদেনের স্বচ্ছতার উপর আন্ত-দেশীয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনার আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. সরকারের আভ্যন্তরীন নিরীক্ষা জোড়দার করতে হবে এবং পূর্বের অডিট আপত্তির বিপরীতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮. করোনা ভাইরাসের কারনে রাজস্ব আদায় কমে যাওয়ায় সরকাকে ব্যাপক হারে ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, তাই জাতীয় স্বার্থে সরকারের উচিত সরকারি অনুন্নয়ন ব্যয় পুন:পর্যলোচনা করে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করা।

৯. বেনামী সম্পদ কেনা বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন দেশের এই সংক্রান্ত আইন অনুসরণ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

১০. বাংলাদেশী নাগরিকদের বা কোন দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পন্ন বাংলাদেশীদের বিদেশে সম্পদ ও ব্যাংক একাউন্ট থাকলে তাকে ফি-বছর বিবরণী বাংলাদেশে দিতে হবে। তথ্য গোপন ও কর ফাঁকি দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১. রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংকসহ শেয়ার বাজার কেলেংকারির আত্মসাৎকৃত টাকা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির উপর শ্বেতপত্র প্রকাশসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. সংঘাতপূর্ণ রাজনীতির অপরিহার্য অংশ গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গুলোকে, বিশেষ করে গনমাধ্যম, নির্বাচন কমিশন, স্থানীয় সরকার, দুর্নীতি দমন কমিশন, স্বধীন ও শক্তিশালীভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়ে আইনের শাসন কায়েম কতে হবে।

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩ (মেট্রো মেলোডি), রোড়: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৮৮-০২-৯১২০৩৫৮/ ৯১১৮৪৩৫, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৯৩৯৫,ই মেইল:info@equitybd.net, ওয়েব: www.equitybd.net